দিল্লির সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে যে স্থাপত্য রীতির সূচনা হয়েছিল তা বিবৃত কর।

অথবা, দিল্লীর সুলতানি স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

ইসলামের আগমন সুদীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যকলার চিরাচরিত রীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। ভারতে ইসলাম শুধু তার শাস্ত্র ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয়নি, শাস্ত্রের নানা ধারাও বহন করে এনেছিল,যার প্রতিফলন শিল্পকলায় পরিলক্ষিত হয়।

দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থান করার ফলে হিন্দু ও ইসলামীয় সংস্কৃতি একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুলতানি যুগে ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্পকলার আদান-প্রদানের ফলে এক ধরনের নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, যার নাম ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি। ঐতিহাসিক ফার্গুসন সুলতানি যুগের শিল্পকলাকে ভারতীয় ও আরবীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্পবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হ্যাভেল-এর মতে সুলতানি যুগের শিল্প অন্তরে ও বাইরে পুরোপুরি ভারতীয়। স্যার জন মার্শাল-এর মতে, হিন্দু ও মুসলিম প্রতিভার সংমিশ্রণে সুলতানি যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উদ্ভব হয়, তবে এই মিশ্র শিল্প-স্থাপত্যে কোন সভ্যতার প্রভাব কতটুকু তা নির্ণয় করা দুরূহ।

হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির সমন্বয়ের পশ্চাতে একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল। (১) দীর্ঘদিন ধরে দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করার ফলে একে অন্যের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। (২) ইরানের সঙ্গে ভারতের শিল্পগত সম্পর্ক বহু শিল্পরীতির সংমিশ্রণের দিনের। ইরানীয় শিল্পীরা ভারতীয় শিল্প-ভাবনা দ্বারা বহু পূর্বেই প্রভাবিত হয়েছিল। আরবের তুর্কিদের সঙ্গেও ইরানের যোগ বহু দিনের। তুর্কিরাও ইরানীয় শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তুর্কিদের ভারতে আগমনের ফলে দুই সভ্যতার সংমিশ্রণে নতুন যে শিল্পরীতি গড়ে উঠল তা ইন্দো-ইসলামীয় বা ইন্দো-পারসিক (Indo-Saracenic) শিল্প নামে পরিচিতি লাভ করে। (৩) মুসলিম শাসকেরা হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করে তার উপর বহু নতুন প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর ফলে সেগুলিতে হিন্দু ও জৈন প্রভাব দেখা দেয়।(৪) অনেক সময় আবার হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির বা মঠগুলির উপরের অংশ ভেঙে সেখানে ইসলামীয় রীতিতে গম্বুজ তৈরি করে সেগুলিকে মসজিদে পরিণত করা হত।(৫) হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য-শিল্প উভয়ই ছিল অলঙ্কারবহুল ও ভাস্কর্যবহুল। এই কারণেও উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। (৬) সর্বশেষে বলা যায় যে, ইসলামীয় শিল্পরীতিতে দক্ষ শিল্পীর অভাবের জন্য মুসলিম শাসকেরা হিন্দু শিল্পী ও স্থপতিদের নিয়োগ করতে বাধ্য হন। এর ফলেও ইসলামীয় শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটে।

তুর্কিদের আগমনে ভারতীয় শিল্পকলায় নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হয় এবং ভারতীয় শিল্পের অবয়ব ও অলঙ্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। (১) ভারতীয় শিল্পীরা কংক্রিটের ব্যবহার জানতেন না। তারা একের পর এক পাথর বসিয়ে দেওয়াল তৈরি করতেন এবং বিম স্থাপন করে শীর্ষদেশ আচ্ছাদিত করতেন।

তুর্কিরা প্রাসাদ নির্মাণে চুন, বালি ও জলের মিশ্রণে এক ধরনের আস্তর ব্যবহার করত। তুর্কি আগমনে উত্তর ভারতের স্থাপত্য শিল্পে এই ধরনের আস্তরের ব্যবহার শুরু হয়। (২) হিন্দু স্থাপত্য-রীতিতে গর্ভগৃহ, স্তম্ভ, চূড়া, আয়তাকার প্রবেশদ্বার, অলঙ্করণ প্রভৃতি ছিল। অন্যদিকে মুসলিম শিল্পরীতিতে জাফরির কাজ, গম্বুজ, খিলান, মিনার এবং নানা ধরনের বর্ণময় ও নকশা-করা টালির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ভারতীয় স্থাপত্যে খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার তুর্কিরাই শুরু করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল না-যদিও ডঃ সতীশ চন্দ্র বলেন যে, খিলান বা গম্বুজের ব্যবহার ভারতীয়দের অজানা ছিল না। (৩) হিন্দুরা মূর্তিপূজা করত ও মন্দিরগাত্রে দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করত। মূর্তিপূজা-বিরোধী তুর্কিরা কোরানের বাণী এবং ফল-ফুলের সর্পিল অলঙ্করণ দ্বারা মসজিদ ও অট্টালিকা শোভিত করত। এই ধরনের অলঙ্করণের কাজে তারা অবাধে হিন্দু বিষয়বস্তু যেমন-পদ্ম, স্বস্তিকা, ঘণ্টাকৃতি পদ্মফুল, বেলকুঁড়ি প্রভৃতি গ্রহণ করেছিল। এইসব নতুন উপাদানের সংযুক্তিতে এবং দুই রীতির মিলনে এক বর্ণময় শিল্পের উন্মেষ ঘটে।

এই যুগে তিন ধরনের শিল্পরীতি দেখা যায়-(১) হিন্দু-মুসলিম রীতি মিশ্রিত দিল্লির শিল্পরীতি, (২) হিন্দু-মুসলিম রীতি মিশ্রিত বিভিন্ন প্রাদেশিক শিল্পরীতি এবং (৩) মুসলিম প্রভাবমুক্ত হিন্দু শিল্পরীতি।

দিল্লির স্থাপত্য শিল্প:

কুতুবউদ্দিন আইবকের উদ্যোগে ভারতে ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের সূচনা হয়। প্রথমে তিনি তাঁর অনুচরদের জন্য উপাসনাগৃহ নির্মাণে উদ্যোগী হন এবং নতুন গৃহনির্মাণের পরিবর্তে বিজিত হিন্দুদের মন্দির বা গৃহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রিঃ) জয়লাভ ও দিল্লি বিজয়ের স্মারক হিসেবে তিনি দিল্লিতে 'কোয়াৎ-উল-ইসলাম' বা 'ইসলামের শক্তি' এবং আজমিরে 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' নামে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন। (একটি জৈন মন্দির

https://web.whatsapp.com
Scanned by CamScanner

ভেঙে 'কোয়াৎ- উল-ইসলাম' মসজিদটি তৈরি করা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহটি ভেঙে তার সামনে তিনটি সুদৃশ্য খিলান জুড়ে দেওয়া হয়। খিলানগুলি সজ্জিত করা হয় কোরানের বাণী এবং বিভিন্ন লতাপাতা-ফুলের অলংকরণ দ্বারা। অনুরুপভাবে আজমিরের নির্মিত হয় আড়াই দিন কা ঝগড়া নামক মসজিদ। শিল্প বিশেষজ্ঞ ফর্গুশন তাঁর নির্মিত কুতুব মিনার কে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও নিখুঁজ স্তম্ভরূপে বর্ণনা করেছেন ।

ইলতুৎমিস-এর রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পে ইসলামীয় প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি 'কোয়াৎ-উল-ইসলাম' ও 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'য় আরও কিছু সংযোজন করেন। (২) তিনি কুতুব মিনারের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। (৩) কুতুব মিনারের তিন মাইল দূরে ইলতুৎমিস তাঁর প্রয়াত পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদের একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। তার নাম 'সুলতান ঘরি'। (৪) ইলতুৎমিসের আমলে নির্মিত অন্যান্য সৌধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর স্বনির্মিত সমাধি ভবন, বদাউনের জাম-ই-মসজিদ, হাউস-ই-শামসি এবং শামসি ইদগার প্রভৃতি।

বলবন দিল্লিতে তাঁর (১) লাল প্রাসাদ তৈরি করেন। (২) তাঁর সমাধি-সৌধটি ইন্দো- ইসলামীয় স্থাপত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। (৩) তাঁর আমলে তৈরি কয়েকটি মসজিদ আজও টিকে আছে।

আলাউদ্দিন খলজি-র রাজত্বকালে (১) নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধির উপর

নির্মিত 'জামাইত খাঁ মসজিদ'-এ মুসলিম শিল্পরীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। জনৈক সমালোচকের মতে, এটি "সম্পূর্ণরূপে মুসলিম ভাবধারা অনুযায়ী নির্মিত ভারতের সর্বপ্রথম মসজিদ।" (২) তাঁর আমলে নির্মিত উল্লেখযোগ্য সৌধ 'আলাই দরওয়াজা' ভারতীয় ও মুসলিম - শিল্পরীতির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর খিলানগুলি অতি মনোরম। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য ও অলঙ্করণের প্রাচুর্য এই সৌধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তুঘলক আমলে শিল্পের মানে অবনমন ঘটে। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক লাল বেলে পাথরে উঁচু বেদির উপর স্বনির্মিত সমাধি তৈরি হয়। তিনি আদিলাবাদ, দৌলতাবাদ ও ফিরোজাবাদে অসাধারণ দুর্গ ও বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।তার আমলে নির্মিত এই সকল স্থাপত্য শৈলীতে মুসলিম খিলান ও হিন্দু বিম যুক্ত ছাদের সমন্বয়ে ঘটে।

সৈয়দ ও লোদি আমলে শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাসাদ নির্মাণে বিম, ছাদ ও খিলানের অধিকতর সমন্বয়। ধূসর বেলেপাথরের দেওয়ালের উপর এনামেল করা টালির ছাদ এই পর্বের স্থাপত্যে কিছুটা অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। এ সময়ের স্থাপত্যকীর্তির উল্লেখযোগ্য নজির হল সিকন্দর শাহের সমাধিটি।

প্রাদেশিক স্থাপত্য-রীতি:

দিল্লির সুলতানদের মতো বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারাও শিল্পানুরাগী ছিলেন এবং এর ফলে স্থানীয় প্রভাব ও শাসনকর্তাদের নিজস্ব রুচি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটে। এগুলির মধ্যে জৌনপুরী, গুজরাটি ও গৌড়ীয় রীতি অতি উল্লেখযোগ্য। (১) জৌনপুর-এর স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাব অতিরিক্ত, কারণ এখানে হিন্দু মন্দিরগুলিই মূলত মসজিদে রূপান্তরিত হয়। 'অতালা মসজিদ'টি জৌনপুরী স্থাপত্যশিল্পের এক অতি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অতালাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। এছাড়া জৌনপুরের জাম-ই-মসজিদ এবং লাল দরওয়াজা মসজিদ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। (২) গুজরাট-এর শিল্পরীতিতে এই যুগে হিন্দু প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মুসলিম অনুপ্রবেশের পূর্বেই এখানে এক বিশেষ শিল্পরীতি গড়ে ওঠে এবং মুসলিম শাসকেরা তা অব্যাহত রাখেন। রাজধানী আহম্মদাবাদের জাম-ই-মসজিদের সূক্ষ্ম কারুকার্য স্থানীয় প্রভাবের একটি সুন্দর নিদর্শন। মসজিদগুলির মূলেও আছে ইসলামীয় ও হিন্দু স্থাপত্য-রীতির সম্মিলিত প্রভাব। ৩) বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে থামের উপর চালার আকৃতির খিলান এর ব্যবহার তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ৪) দাক্ষিণাত্যের চাঁদ মিনার,গোল গম্বুজের শিল্পকলায় ভারতীয়, মিশর, ইরান ও তুর্কিস্তানের শিল্প রীতির প্রভাব দেখা যায়।

বিজাপুরে অবস্থিত মহম্মদ আদিল শাহের স্মৃতিসৌধ, গোল গম্বুজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু শিল্পরীতিঃ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বা হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির বিকাশ ঘটলেও চিরাচরিত হিন্দু শিল্পরীতি কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় নি। রাজপুতানা ও বিজয়নগর-এ হিন্দুরীতিতে বহু স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়। (১) বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের নির্মিত ভিটলস্বামীর মন্দির, বিভিন্ন প্রাসাদ ও অট্টালিকা এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রাজাদের তৈরি বিভিন্ন মণ্ডপ ও গোপুরম হিন্দু শৈলীর সাক্ষ্য বহন করে। (২) রাজপুতানায় রানা কুম্ভের স্তম্ভ ও দুর্গ এবং রাজন্যবর্গের তৈরি প্রাসাদ হিন্দু স্থাপত্য রীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। (৩) এ প্রসঙ্গে পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোণারকের সূর্যমন্দির প্রভৃতির কথা বলা যায়।

অতএব এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের আগমন ভারতীয় শিল্পকলায় যেমন নতুন রীতির সংযোজন ঘটিয়েছিল তেমনি বিভিন্ন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শিল্প রীতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

Scanned by CamScanner